আলমডাঙ্গায় প্রকাশিত খবরে অসহায় রাকিবকে ডেকে সহায়তা দিলেন ইউএনও

পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর আলমডাঙ্গায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) পান্না আক্তারের মানবিক উদ্যোগে প্রতারণার শিকার কিশোর রাকিবের পরিবারকে তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বুধবার আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি পোয়ামারি গ্রামের কিশোর রাকিব (১৪) প্রতারণার শিকার হয়ে তার একমাত্র আয়ের উৎস পাখিভ্যান প্রতারক চক্রের হাত থেকে হারিয়ে ফেলে। পাখিভ্যান হারানোর পর রাকিবের পরিবার সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ে। এই ঘটনা স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনসহ কয়েকটি আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বিষয়টি ইউএনও পান্না আক্তারের নজরে আসে।

রবিবার বিকেল ৩টার সময় ইউএনও পান্না আক্তারের কক্ষে ভুক্তভোগী পরিবারকে ডেকে সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
পরিবারটি এই সহায়তা পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। ইউএনও শুধু আর্থিক সহায়তাতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং পরিবারের খোঁজখবর নিয়েছেন এবং তাদের মানসিক সাহসও বাড়িয়েছেন।

পান্না আক্তার সাংবাদিকদের বলেন, “আপনারা যদি এমন অসহায় মানুষের সন্ধান পান, অবশ্যই নিউজ করবেন এবং উপজেলা প্রশাসনকে জানাবেন। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো প্রশাসনের দায়িত্ব। আমরা কোনো অবস্থাতেই এই দায়িত্ব এড়াতে পারি না। প্রতারণার মাধ্যমে ছিনিয়ে নেওয়া পাখিভ্যান উদ্ধারের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রতারণার চক্র সনাক্ত করা হয়েছে।”

ভুক্তভোগী পরিবারের অভিভাবক রোজিনা বলেন, “স্যারের সরাসরি সহায়তা আমাদের জন্য এক আশার আলো। তিনি শুধু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেননি, আমাদের মানসিক শক্তিও দিয়েছেন।” এই ঘটনার মাধ্যমে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালনের এক নজির স্থাপন হয়েছে, যা স্থানীয় জনগণের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

ওসমান হাদির মৃত্যুর খবরে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ, ভাংচুর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ

সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর প্রকাশের পর পরই ঝিনাইদহে বিক্ষুদ্ধ ছাত্র জনতা শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে জেলা আওয়ামী লীগের তিন নেতার বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নীসংযোগ চালিয়েছে।

আজ শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর হোসেন শহীদ সোহরায়ার্দী সড়কের জেলা যুবলীগের আহবায়ক আশফাক মাহমুদ জনের ভাড়া দেওয়া প্রতিষ্ঠান বন্ড শোরুম ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ চালায়। এসময় শহরের পায়রা চত্বরে বেশ কয়েকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ভাংচুর চালায় ও মালিককে মারধর করে বিক্ষুদ্ধরা। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বন্ড শোরুমের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে জেলা শহরের হামদহ এলাকায় জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান কনক কাান্তি দাসের বাড়ি, পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সহ সভাপতি ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান মাসুমের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিানে ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সাবেক এমপি তাহজীব আলম সিদ্দিকীর বাসায় হামলা ও ভাঙচুর চালায় বিক্ষুব্ধরা। এছাড়া কনক কান্তি দাসের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটায়।

কনক কান্তি দাসের ভাই গোপাল কৃষ্ণ দাস জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে বাড়ির সামনে বিক্ষোভ করতে থাকে বিক্ষুব্ধ শতাধিক লোকজন। এক পর্যায়ে তারা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে আসবাবপত্রসহ মূল্যবান জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। এ সময় তারা আসবাবপত্র বের করে বাড়ির সামনে অগ্নিসংযোগ করে। অবস্থা বেগতিক দেখে গোপাল কৃষ্ণ

দাস পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ি থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যান। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এর কিছুক্ষণ পরেই জেলা শহরের নতুন হাটখোলা সড়কের পাশে ঠিকাদার মিজানুর রহমান মাসুমের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায় বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতিসহ চার নেতাকে বহিষ্কারের খবর ভুয়া

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) একটি ভুয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

মঙ্গলবার (০৪ নভেম্বর) দুপুর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই তথাকথিত বিজ্ঞপ্তিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনসহ চারজন নেতাকে বহিষ্কারের দাবি করা হয়।

তবে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভুয়া বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতারা। তারা জানান, বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কেউ পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের মিথ্যা বিজ্ঞপ্তি তৈরি করে ছড়িয়ে দিয়েছে। এতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে।

এ ঘটনায় দায়ীদের শনাক্ত করতে স্থানীয় বিএনপি নেতারা কেন্দ্রীয় দপ্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ভুয়া বিজ্ঞপ্তিতে ব্যবহৃত স্বাক্ষর ও লেটারহেডও জালিয়াতির মাধ্যমে নকল করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় প্রেমিকের বিয়ের খবরে কলেজ ছাত্রীর অনশন

আলমডাঙ্গা উপজেলার জোড়গাছা গ্রামে প্রেমিকের বিয়ের খবর প্রকাশ হওয়ার পর বিয়ের দাবিতে অনশনে বসেছেন এক কলেজছাত্রী। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত টানা ২৪ ঘণ্টা ওই শিক্ষার্থীর অনশনকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের জোড়গাছা গ্রামের গোলজার হোসেনের ছেলে নয়ন (২০) এবং বেলগাছি ইউনিয়নের কেদারনগর গ্রামের হায়েত আলী মন্ডলের মেয়ে কলেজছাত্রী শারমিন আক্তারের (১৮) মধ্যে দীর্ঘ পাঁচ বছরের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্পর্কের সময় নয়ন শারমিনকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিল। সম্প্রতি নয়ন গোপনে অন্যত্র বিয়ের উদ্যোগ নিলে এ খবর জানাজানি হয়। এরপর ক্ষুব্ধ হয়ে শারমিন প্রেমিকের বাড়ির সামনে গিয়ে অনশনে বসে পড়েন।

শারমিন অভিযোগ করে বলেন, “নয়নের সঙ্গে আমার পাঁচ বছরের সম্পর্ক। সে আমাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং সেই বিশ্বাসে আমরা একসঙ্গে সময় কাটিয়েছি। এখন অন্যত্র বিয়ে করার চেষ্টা করায় আমি ন্যায়বিচারের দাবিতে অনশনে বসেছি।”

এ ঘটনা জানাজানি হলে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ভিড় জমায়। দুই পরিবারের সদস্যরা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েন। তবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গ্রামবাসীরা বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ঘটনার পর পুরো এলাকায় বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। অনশন চলাকালে শিক্ষার্থীর দৃঢ় অবস্থান এবং প্রেমিকের পরিবারের নীরবতা নতুন প্রশ্ন তৈরি করেছে।